

মনীষীদের জীবনী থেকে

মনীষীদের জীবনী থেকে

*

গণ-শিক্ষা গ্রন্থমালা

*

শ্রীনীলরতন দাশ

*

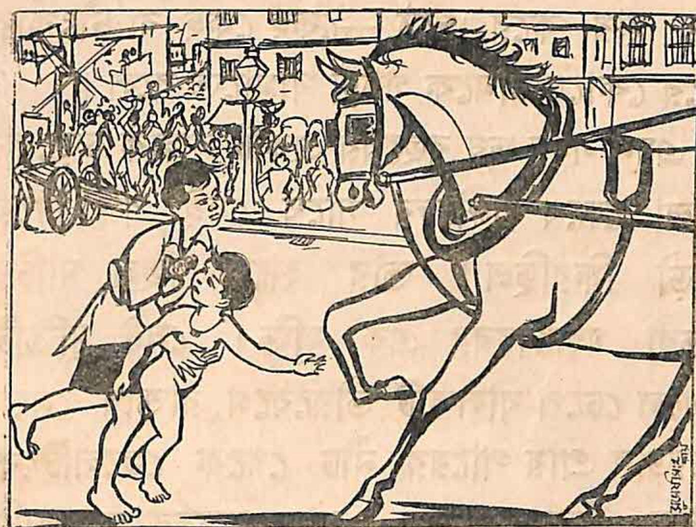
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১২

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৬

মূল্য ৬২ ন. প. মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসত্যচরণ ঘোষ
মিহির প্রেস
৯এ, সরকার বাই লেন
কলিকাতা-৭



বীর বালক

কোলকাতার এক অঞ্চলে চড়কের মেলা। রাস্তার দুপাশের ফুটপাথ দিয়ে অগণিত লোকজন যাতায়াত করছে। ফুটপাথ দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে একটি ছোট্ট ছেলে হঠাৎ বড় রাস্তার উপরে নেমে পড়ে। ঠিক সেই সময় একখানা ঘোড়ার গাড়ী দ্রুতবেগে তার সামনে ছুটে আসে। ভয়ে ছেলেটি কাঁদতে লাগে। পথচারী লোকজন তার আসন্ন বিপদ দেখে

হায় হায় করে ওঠে,—কেহ কেহ বা চীৎকার করে কোচোয়ানকে গাড়ী থামাতে বলে।

এমন সময় ছয় বছরের একটি বালক চড়কের মেলা দেখে সঙ্গীদের সাথে সেই পথ দিয়ে বাড়ী ফিরছিল। তার হাতে ছিল মাটির তৈরী মহাদেবের এক মূর্তি। সেই মূর্তিটি বগলে চেপে বালকটি তীরবেগে রাস্তায় নেমে ঘোড়ার প্রায় পায়ের নীচ থেকে ছেলেটিকে টেনে নিয়ে এল। আর মুহূর্তকাল দেরী হলে ছেলেটি ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত।

বালকের এই অসীম সাহস দেখে দর্শকগণ মুক্তকণ্ঠে তার প্রশংসা করতে লাগলো; পথচারীদের কেহ কেহ ভাবাবেগে তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

এই বালকটি কে জান? ইনি নরেন্দ্রনাথ, ভাবী কালের বীর সন্ন্যাসী **বিবেকানন্দ**।

স্বাতন্ত্র্য-বোধ

একদিন এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোক দামী পোষাক-পরিচ্ছদ পরে নবাবী চালে ধীরে ধীরে কোলকাতার এক রাজপথ দিয়ে চলেছেন। কিছুক্ষণ পরে একটা লোক ছুটে এসে সেই মুসলমান ভদ্রলোককে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বললো,—"আপনার বাড়ীতে আগুন লেগেছে, শীগ্‌গির চলুন।"

সেই দুঃসংবাদ শুনেও ভদ্রলোক নির্বিকার ভাবে পূর্বের মতই আস্তে আস্তে হেলে দুলে চলতে লাগলেন।

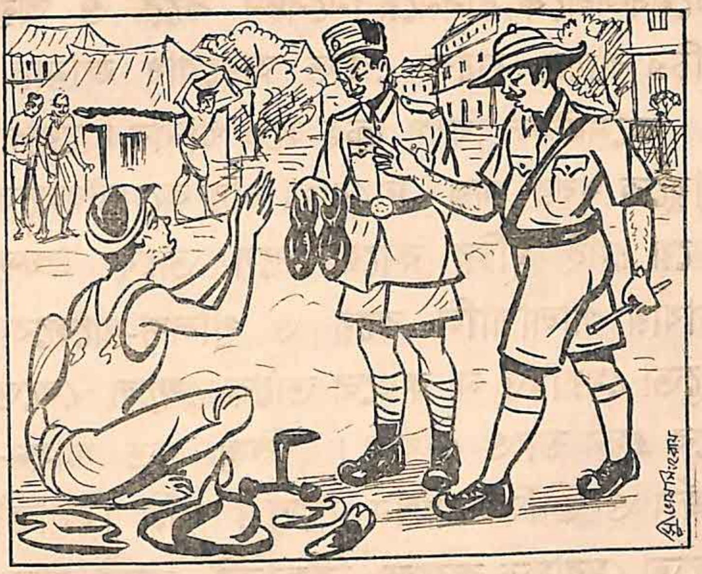
মনিবের সেই ধীর পদে চলা দেখে চাকরটি অবাক্ হলো, এবং একটু বিরক্ত ভাবে বলে উঠলো, "হুজুর, পা চালিয়ে একটু তাড়াতাড়ি চলুন। এতক্ষণে আপনার ঘরদোর বোধহয় সব পুড়ে গেল!" এইবার ভদ্রলোক ভীষণ রেগে উঠে চাকরকে বললেন, "বেকুব!

দু'চারটা দরজা-জানালা পুড়ছে বলে আমি আমার বাপ-দাদার চালচলন ভুলে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলবো ?"

বিদ্যাসাগর মশায় এই মুসলমান ভদ্রলোকের পেছনেই আসছিলেন। তিনি ফিরছিলেন আইনসভার এক অধিবেশন থেকে। সেই সভায় তিনিই ছিলেন একমাত্র ধুতিচাদর-চটিজুতো পরা লোক।

সভা থেকে ফেরবার সময় পথে আসতে আসতে তিনি ভাবছিলেন, যেখানে কোটপ্যাণ্ট-পরা ইংরেজ সদস্য ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা থাকেন, সেখানে ধুতিচাদর পরে যাওয়াই ঠিক, না, সাহেবী পোষাক পরে যাওয়া উচিত ?

এমন সময় মুসলমান ভদ্রলোকটির উল্লিখিত মন্তব্য শুনে সমস্ত দ্বিধাসংশয় মন থেকে মুছে ফেলে তিনি স্থির করলেন যে, তিনিও তাঁর বাপ-দাদার পোষাক-পরিচ্ছদ ও স্বাতন্ত্র্য কখনই বিসর্জন দিবেন না।



মুচির মনোবল

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় বরিশালের এক মুচি এই বলে শপথ করেছিল যে, সে জীবনে আর বিলাতী জুতো মেরামত করবে না।

তার এই প্রতিজ্ঞা শুনে একদিন এক কনেষ্টবল জেলার পুলিশ-সাহেবের এক জোড়া জুতো নিয়ে যায় তার কাছে মেরামত করিয়ে নেবার জন্যে। মুচি নিজের শপথের কথা

কনেষ্টবলকে সবিনয়ে নিবেদন করে ও অন্য মুচির কাছে তাকে যেতে অনুরোধ জানায়।

কনেষ্টবল বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে থানার দারোগা বাবুকে খবর দেয় ; দারোগা বাবু কনেষ্টবলকে নিয়ে সেই মুচির কাছে এসে তাকে জঘন্য ভাষায় গালাগালি করে ও পুলিশ-সাহেবের জুতো মেরামত না করলে তাকে জেলে যেতে হবে এমন ভয়ও দেখায়। কিন্তু এত শাসন-গর্জন ও ভীতি-প্রদর্শন সত্ত্বেও মুচি বিলাতী জুতো মেরামত করতে কিছুতেই রাজী হলো না। তখন পুলিশের লোকেরা সেই নিরীহ মুচিকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করলো এবং প্রহারে জর্জরিত করে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল।

এই কথা শোনামাত্র এক ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ মুচির নিকটে উপস্থিত হন। তারপর সেবাশুশ্রূষা করে তিনি তার চৈতন্য সম্পাদন করেন।

সংজ্ঞালাভের পর মুচি উঠে বসলো। অমনি সেই ভদ্রলোক তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন,—"ও ভাই মুচি! তুমি আজ যে মনোবলের পরিচয় দিয়েছ, তোমার মত অবস্থায় পড়লে আমি তা কখনই দেখাতে পারতাম না। ভাই! তুমি ধন্য,—তোমায় শত-সহস্র নমস্কার!"

ভদ্রলোক এই কথাগুলি বলতে বলতে মুচির পদধূলি নিতে উদ্যত হলেন; কিন্তু মুচি নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে তাঁকে প্রাণপণে বাধা দিতে লাগলো।

অতীতে এইভাবে যিনি একদিন মুচির পদধূলির জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন, তিনি বরিশালের স্বনামধন্য আদর্শ শিক্ষক, মহাত্মা **অশ্বিনীকুমার দত্ত**।

দরিদ্রবান্ধব

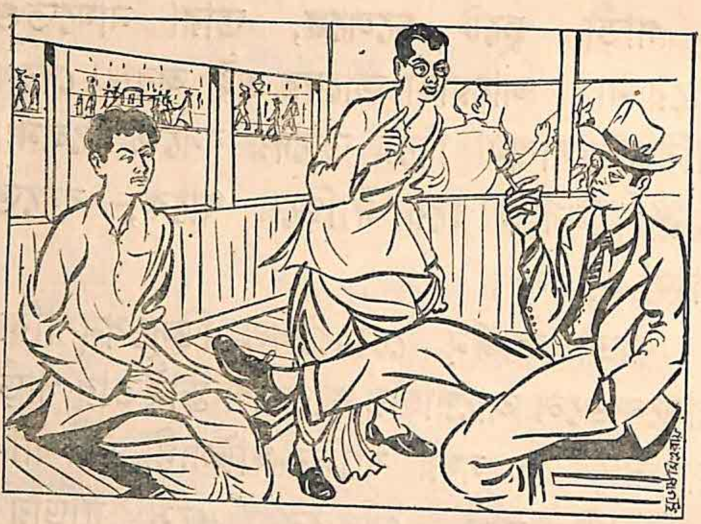
একদিন বিকেলে খাগড়া বাজারের ভিতর দিয়ে একখানি বৃহৎ মোটরগাড়ী কাশিমবাজারের দিকে ছুটে চলেছে। ঐ মোটরখানিকে ভাড়াখাটা "বাস্" মনে করে কতকগুলি মজুর বালির-ঘাট যাবার আশায় ড্রাইভারকে হাত তুলে গাড়ী থামাতে ইঙ্গিত করলো। ড্রাইভার তাদের ইঙ্গিত উপেক্ষা করে গাড়ী চালাতে থাকে। গাড়ীর আরোহী ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বলেন।

ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে আরোহীর আদেশে মজুরদের মোটরে তুলে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছেড়ে দেয়। মজুররা গাড়ীতে উঠেই আরোহীকে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তাদের সঙ্গে যে কোদাল ও ঝাঁকা ছিল তা নিয়ে তারা আরো বিব্রত হয়।

গাড়ী ছুটে চলেছে, তারা নামতেও পারে না। আরোহী তাদের এই অবস্থা দেখে হাসিমুখে সান্ত্বনা দিয়ে তাদের বসতে বলেন। তারা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,—বসতে সাহস হয় না।

গাড়ী কার্জন্ চেরিটেবল্ ডিস্‌পেন্‌সারির সাম্‌নে এলে আরোহীর আদেশে ড্রাইভার গাড়ী থামায়। ঐ সময় বালির-ঘাটগামী একখানি যাত্রীবাহী বাস্ সেখানে এসে দাঁড়ায়। আরোহী সেখানে মজুরদের নামিয়ে দিয়ে ঐ বাসে বালির-ঘাটে যেতে তাদের বলে দেন। মজুররা অপরাধীর মত শুধু একটি সেলাম করে আরোহীর প্রতি মুগ্ধ হৃদয়ের অব্যক্ত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নেয়।

মোটরগাড়ীর এই আরোহীটি কে, জান? ইনি বাংলার দাতাকর্ণ, **মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী**।



যেমন কুকুর তেমনি মুগুর

তখনো কোলকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রাম হয়নি ; ঘোড়ায় ট্রামগাড়ী টানত। একদিন এক যুবক তাঁর সমবয়সী এক বন্ধুর সঙ্গে ইডেন্ গার্ডেনে বেড়াতে চলেছেন। তাঁরা ট্রামে উঠে দু'জনে পাশাপাশি এক বেঞ্চিতে বসলেন।

তাদের ঠিক সামনের বেঞ্চে এক শ্বেতকায় সাহেব বসে ছিলেন। দুই বন্ধু কথাবার্তায় মশগুল হয়ে আছেন, এমন সময় সেই সাহেবটি

তাঁদের দু'জনের মাঝখানে বেঞ্চের ওপর যে সামান্য একটু জায়গা ছিল, সেইখানে তাঁর কাদামাখা বুটজুতাসহ ডান্ পাখানি উঠিয়ে দিলেন এবং আপন মনে সিগার টানতে লাগলেন।

সাহেবের এরকম অভদ্রতা ও স্পর্ধা দেখে, যুবকটি প্রথমে তাঁকে বেঞ্চের ওপর থেকে পা নামিয়ে নিতে বার দুই অনুরোধ করলেন। সাহেব সে অনুরোধ রক্ষা ত করলেনই না, অধিকন্তু যুবকটিকে "নিগার" বলে গালাগালি দিলেন।

যুবকটি সাহেবের এই নির্লজ্জ ব্যবহার ও বেয়াদপি আর সহ্য করতে না পেরে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং সজোরে সাহেবের পায়ে এক লাথি মেরে বেঞ্চের ওপর থেকে পাখানিকে ফেলে দিলেন।

শ্বেতাঙ্গ সাহেব বোধ হয় এর আগে আর কখনো এরকম 'নিগারে'র পরিচয় পান নি।

কাজেই তিনি আর বাড়াবাড়ি না করে নীরবে ট্রাম থেকে নেমে পদব্রজে চলাই নিরাপদ মনে করলেন।

এই যুবকটি ভাবী কালের প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

দাদুর বিচার

"মাস্টার মশায়! আমি কোন দোষ করি নি; দাদু আমায় শুধু শুধু মেরেছেন!"

"বটে! আচ্ছা, আমি তোমার দাদুকে ডেকে শুন্‌ছি, কেন তিনি তোমায় মিছামিছি মারধর করেছেন?"—এইবলে মাস্টার মশায় বেয়ারাকে ডেকে বল্লেন, "ডাকো ত একবার খোকার দাদুকে।"

খোকার দাদু এলেন। তাঁর জবানবন্দী নেয়া হলো। মাস্টারমশায়ের বিচারে দাদু অপরাধ সাব্যস্ত হলেন এবং তাঁর দশটাকা জরিমান

হলো। দাদু তক্ষুণি একখানি দশটাকার নোট শিক্ষক-বিচারকের সামনে রেখে চলে গেলেন।

এই দাদুটি কে, তোমরা জান? ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচক্ষণ বিচারপতি স্বর্গীয় **চন্দ্রমাধব ঘোষ**।

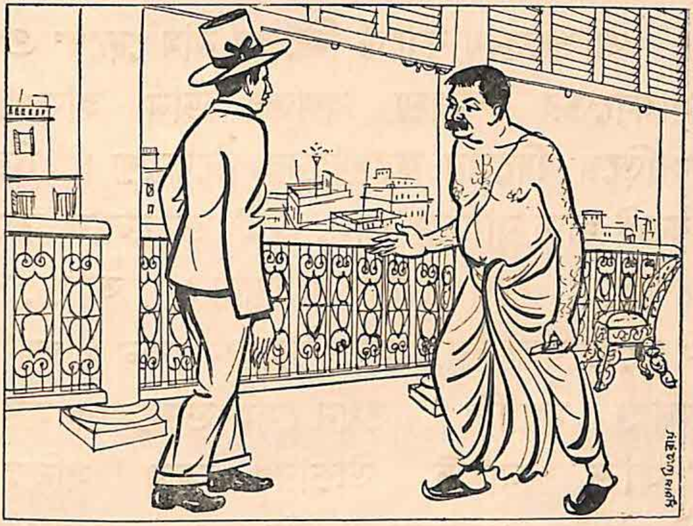
তাঁর এক ছোট নাতিকে পড়ানোর জন্য একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন। একদিন চন্দ্রমাধব ঘোষ মশাই কোন কারণে বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে নাতিটিকে খুব মারলেন। নাতিটিও দাদুকে এই বলে শাসালো,—"মাস্টারমশায় এলে তাঁকে আজ বলে দেব। তিনি তোমায় কেমন শাস্তি দেন দেখো।"

সরল চিত্ত-শিশুর ধারণা, তার মাস্টার-মশায় সব চেয়ে সেরা ব্যক্তি, এবং দাদুর মত লোকেরও তিনি বিচার করতে পারেন।

সে দিন মাস্টারমশায় যখন পড়াতে আসবেন, তার কিছু আগে থেকেই চন্দ্রমাধব ঘোষ মশায় তাঁর প্রতীক্ষায় রইলেন। দূর

থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে তিনি তাঁকে আড়ালে ডেকে বললেন, "দেখুন, আমার নাতিটি আজ আমার বিরুদ্ধে আপনার কাছে নালিশ করবে। আপনি বেয়ারাকে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠাবেন। আমি উপস্থিত হবো, কিন্তু আপনি চেয়ার থেকে উঠে আমায় যেন সম্মান দেখাবেন না। আমি আপনার সামনে ঠিক বিচারপ্রার্থীর মত দাঁড়িয়ে থাকব, —আপনিও ঠিক বিচারকের মত আমার দণ্ডবিধান করবেন। বালকের মনে তার শিক্ষক সম্বন্ধে যে উচ্চ ধাণরা ও সম্মানবোধ জন্মেছে, তাকে নষ্ট করা সঙ্গত নয়। তাই এই ব্যবস্থা রইলো।"

কত সুন্দর শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিচয় দিলেন মনীষী চন্দ্রমাধব!



খাঁটি বাঙালী

একদিন একজন হ্যাট্-কোটপরা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি রীতিমত সাহেবী কায়দায় স্যার আশুতোষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আশুতোষ খোলা-গায়ে চটি-পায়ে দোতলার বারান্দায় পায়চারি করছেন। তাঁকে বাড়ীর কোন নগণ্য লোক মনে করে হ্যাট্-কোটধারী ভদ্রলোক তাঁর হাতে একখানি কার্ড দিয়ে বললেন, "জজ্ সাহেবকে কার্ডখানি পাঠিয়ে দিন।"

আশুতোষ কার্ডে নিজের নাম দেখে' প্রথম সাক্ষাতের সৌজন্য বশতঃ ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের উদ্দেশ্যে। তিনি যতই হাত বাড়িয়ে দেন, সেই ভদ্রলোক ততই পেছনে সরে যেতে থাকেন। আশুতোষ সহাস্যে বললেন, "ভয় পাচ্ছেন কেন? আমিই আশু মুখার্জি।" তখন সেই ভদ্রলোক সভয়ে 'জোভ্' নামটি উচ্চারণ করে সবিস্ময়ে ইংরাজীতে বললেন, "একি সম্ভব যে, আপনার মত লোক ধুতি পরে, চটি পায়ে, এরূপ বেশে থাকেন?"

আশুতোষ গর্জে উঠে বললেন, "সে কৈফিয়ৎ আপনাকেই দিতে হবে,—আমাকে নয়। আমার চৌদ্দপুরুষ যে ভাবে থাকতেন, আমি তাই করছি। আপনার পূর্বপুরুষদের কেউ কি কখনো গলায় নেক্‌টাই বেঁধেছেন? মাথায় হ্যাট পরেছেন? এরূপ ভাবে প্যাণ্ট্-কোট্ দেহে ধারণ করেছেন?"

———

দেশের মর্যাদাবোধ

মহানগরী লণ্ডনের এক পরীক্ষাগৃহে জনৈক অধ্যাপক একজন পরীক্ষার্থীকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি ত সব বিষয়ে বেশ ভালো পরীক্ষা দিয়েছ, কৃতিত্বের সঙ্গে পাশও করেছ। কিন্তু আজ তোমার কি হয়েছে, যুবক ? তুমি কিছু লিখছ না কেন ?"

পরীক্ষার্থী ছাত্রটি উত্তর দিলেন,—"ভারতীয় সৈন্যেরা অসৎ, আমার দেশের বিরুদ্ধে এত বড় একটা অপবাদ,—যা একেবারে মিথ্যে,— তার অনুবাদ লিখতে আমার কলম কিছুতেই সরছে না।"—

এই কথাগুলি বলেই ছাত্রটি নিজের আসন থেকে উঠে পড়লেন এবং ঘরের মধ্যে উত্তেজিতভাবে পায়চারী করতে করতে বলতে লাগলেন, "মিথ্যে, সব মিথ্যে। ভারতীয় সৈনিকগণ অসাধু ? হতেই পারে না। ভারতীয় সৈন্যদের নামে এতবড় মিথ্যা অপবাদ ? অসহ্য।"

অধ্যাপক ছাত্রটির মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, "তোমার দেশের অন্যান্য

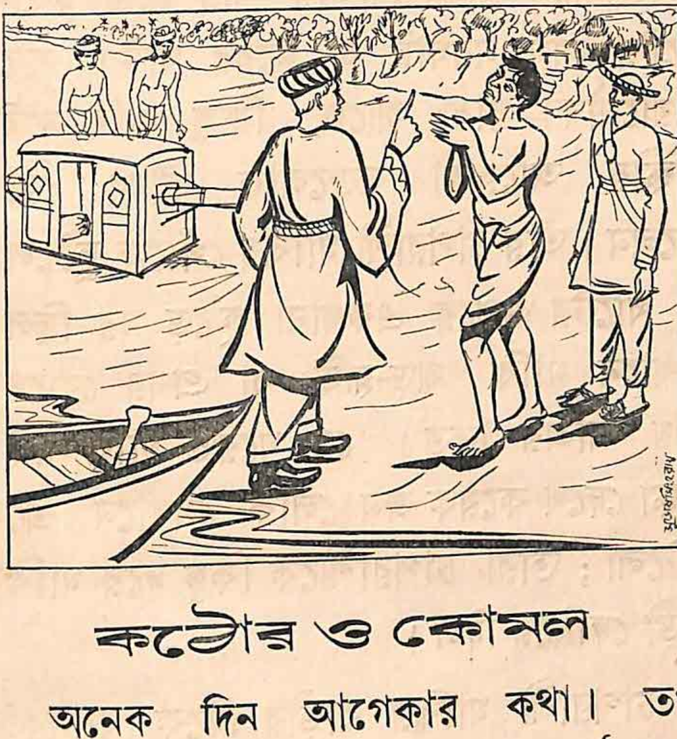
পরীক্ষার্থীরা ত সকলেই ঐ অনুচ্ছেদটির তর্জমা করছে। তুমিই শুধু এর প্রতিবাদ করছ কেন? এর ফলে তুমি আই-সি-এস্ পদ হয়ত নাও পেতে পার।"

ছাত্রটি উত্তর দিলেন, "আমি আই-সি-এস্ পদের জন্য মোটেই লালায়িত নই। স্বদেশের মান-মর্যাদাকে এমনি করে বিদেশীর পদতলে নিষ্পেষিত হতে দিয়ে আমি গৌরবের উচ্চ শিখরে উঠতে চাই না।"

অধ্যাপক বললেন, "তোমার মুখে এরকম কথা শুনলে কর্তৃপক্ষ তোমাকে আই-সি-এস্ পদ থেকে বরখাস্ত করবেন, তা জানো?"

"জানি অধ্যাপক মশাই! তার পূর্বেই আমি নিজে হতে আই-সি-এস্ পদ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে যাব,—" দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন ছাত্রটি।

এই তেজস্বী পরীক্ষার্থী ছাত্রটি হলেন বাংলার বিপ্লবী সন্তান—**নেতাজী সুভাষচন্দ্র**।



কঠোর ও কোমল

অনেক দিন আগেকার কথা। তখন সিপাহী বিদ্রোহ সবে শেষ হয়েছে। ঐ সময় একদিন খুব ভোরে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী পাল্কীতে চড়ে নাগোয়া থেকে তমলুক অভিমুখে যাত্রা করলেন। বেলা প্রায় দুপুরের সময় হল্‌দি নামে এক নদীর ঘাটে তাঁর পাল্কী এসে পৌঁছাল।

ঐখানে খেয়া-নৌকায় পার হতে হয়,— ঘাটের নাম নরঘাট বা নরের ঘাট। ঘাটে খেয়ানৌকা বাঁধা আছে, কিন্তু মাঝি নাই। পাল্কীর আরোহী ভদ্রলোক ভীষণ রেগে গেলেন। তাঁর চাপরাশী মাঝির খোঁজে ছুটলো।

ঘাটের ওপরে একখানা কুঁড়ে ঘর ছিল; সেখানে মাঝি ঝড়-বৃষ্টি বা প্রখর রোদের সময় আশ্রয় নিত। সে ঘরেও মাঝি নাই। পাল্কী দেখে কয়েক জন লোক সেখানে এসে জুটলো; তারা চাপরাশীকে কিছু দূরে মাঝির বাড়ী দেখিয়ে দিল।

চাপরাশী মাঝির বাড়ীর দিকে খানিকটা পথ যেতেই একজন লোককে দেখতে পেলো। সেই লোকটিই মাঝি। তার পরিচয় পেয়ে চাপরাশী তখন তাকে বেশ কয়েক ঘা চড়-ঘুষি লাগালো।

মাঝি কাঁপতে কাঁপতে পাল্কীর আরোহীর কাছে এসে হাজির হতেই আরোহী ভদ্রলোকও

তাকে দু-চার ধমক দিলেন এবং তার নামে রিপোর্ট করবেন বলে শাসাতে লাগলেন।

তখন মাঝি কাঁদতে কাঁদতে বললো, "হুজুর! আমার ছোট মেয়েটির ওলাউঠা হয়েছে; বস্তিতে জবাব দিয়েছে।" এই বলে লোকটা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

মুহূর্তের মধ্যে আরোহীর রাগ দূরে গেল! তিনি তখনি মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়ীর দিকে ছুটলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি গাঁয়ের চিকিৎসক ও দু'চার জন মাতব্বরকে ডাকিয়ে মাঝির মেয়েটির যাতে সুচিকিৎসা ও সেবাযত্ন হয়, তার নির্দেশ দিলেন এবং মাঝির হাতে কয়েকটি টাকা দিয়ে গেলেন।

যাবার সময় তিনি চিকিৎসক ও মাতব্বরদের বলে গেলেন, "আমি ফিরবার সময় খবর নিব তোমরা মেয়েটির কেমন সেবাযত্ন করেছ!"

পাল্কীর আরোহী এই ভদ্রলোক হলেন 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র!

অস্পৃশ্যের সেবা

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তখন গভীর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। সেই সময় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর নিকটে একঘর অস্পৃশ্য পরিবার বাস করত। ঠাকুর একদিন তাদের ঘরে উপস্থিত হয়ে সস্নেহে বললেন, "দেখ ভাই, আমি তোমার ঘর-দোর ঝাঁট দিয়ে দেব।"

এইকথা শুনে সেই অস্পৃশ্য লোকটি ত ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক্! সে ভাবলো, "একি কাণ্ড! আমি কি পাগল হয়ে গেছি? না, স্বপ্ন দেখছি?" ঠাকুর তখনো দীন নয়নে চেয়ে আছেন তার দিকে তার সম্মতির অপেক্ষায়। কিন্তু হলো না; অস্পৃশ্য বিভ্রান্ত হয়ে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

এরপর আবার একদিন গভীর রাত্রে ঠাকুর এসে উপস্থিত হলেন সেই অস্পৃশ্যের ঘরে।

সে বাড়ীর সকলেই তখন ঘুমিয়ে আছে। মাথার দীর্ঘ চুল দিয়ে তাদের ঘর পরিষ্কার করতে করতে ঠাকুর বলতে লাগলেন, "মাগো! আমায় এই অস্পৃশ্যদের সেবক করে দে মা! আমি যে এই দীনতমদের চেয়েও দীন, এই বোধ আমার হৃদয়ে জাগিয়ে দে মা!"

যাঁর সাধনায় সর্বধর্মে সমন্বয় সাধন হয়ে ভারতে এক নূতন জাতিগঠনের পথ রচিত হয়েছিল, তিনি এমনি করেই সেদিন অস্পৃশ্যতাকে দিব্য প্রেমে অভিষিক্ত করেছিলেন!

গণ-শিক্ষা গ্রন্থমালা

:)★(:

আমাদের দেশ
ধানের কথা
পাটের কথা
কাজের কথা—১ম
কাজের কথা—২য়
পুরাণ কাহিনী
স্মরণীয় যাঁরা
টাকাকড়ির কথা
সেকালের কথা
পুরাতনী—১ম-৩য়

মানুষের মত মানুষ
নানা কাজের কথা

পাঁচ মিশেলী
দেশী ও বিদেশী
গল্পে মেঘনাদবধ
গল্পসল্প
কবিতা ও ছড়া
ইতিহাসমালার গল্প

মনীষীদের জীবনী থেকে
গানে ও গল্পে বড়োদের প
সাপের খবর
মা ও মাটি
আজব দেশ

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২